দৈনিক ইনকিলাব

28/8/2005

তারিখ ...
পৃষ্ঠা 5 কলাম 7 ...

সেনাবাহিনী ও মাদ্রাসা শিক্ষা তুলে দেয়ার সুপারিশের প্রতিবাদে আগামীকাল সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিলের কর্মসূচী

স্টাফ রিপোর্টার ঃ সিপিডি প্রথম আলোর উদ্যোগে গঠিত জাতীয় নীতি ফোরামের শিক্ষানীতি সংক্রান্ত আলোচনা সভায় বাংলাদেশ থেকে সেনাবাহিনী, মাদ্রাসা ও প্রাইমারী স্কুল পর্যায়ে ধর্ম শিক্ষা তুলে দেয়ার সুপারিশের প্রতিবাদে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। এ বক্তব্যের প্রতিবাদে গতকাল বিভিন্ন সংগঠন সভা-সমাবেশ মিছিল ও সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ক্ষোভে ফেটে পড়েছে দেশপ্রেমিক ও ইসলামী জনতা।

উল্লেখিত বক্তব্যের প্রতিবাদ করে বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বলেন, তথাকথিত বুদ্ধিজীবী কবির চৌধুরী, হেনা দাস, ব্র্যাক পরিচালক ফজলে হাসান আবেদরা এ ধরনের ঔদ্ধত্যপূর্ণ বক্তব্য রাখার সাহস পেল কাদের ইঙ্গিতে। এ ধরনের বক্তব্য দিয়ে বক্তারা দেশবিরোধী ও ইসলামবিদ্বেষী হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এদের খায়েশ দমনে যে কোন প্রতিরোধ গড়ে তুলতে দেশপ্রেমিক ও ইসলামী জনতা ঐক্যবদ্ধ।

ঈমান-আকীদা সংরক্ষণ কমিটি বাংলাদেশ-এর নেতৃবৃন্দ বলেছেন, কতিপয় দেশবিরোধী-ইসলামবিরোধী মুরতাদ চক্র মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ ও সেনাবাহিনী তুলে দেয়ার কথা বলে ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে সমগ্র দেশবাসীর বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। নেতৃবৃন্দ আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাদের বক্তব্য প্রত্যাহার করে জাতির নিকট ক্ষ[মা] প্রার্থনার আহ্বান জানিয়েছেন। অন্য[থায়] এদের বিরুদ্ধে ধর্মবিরোধী দেশবিরোধি[তার] অভিযোগ উত্থাপন করে তাদের গ্রেফ[তার] করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের [জন্য] তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রতি আহ[বান] জানিয়েছেন। নেতৃবৃন্দ ব্রাহ্মণ্যবাদী শ[ক্তির] দালালদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ বক্তব্যের প্রতিব[াদে] আগামী ২৫ আগস্ট ঢাকার মুক্তা[ঙ্গনে] সমাবেশে ও বিক্ষোভ মিছিলের কর্ম[সূচী] ঘোষণা করেছে। নেতৃবৃন্দ উক্ত সমাবেশ [ও] মিছিল সফল করার জন্য দেশবাসী [ও] সকল মসজিদ-মাদ্রাসার আলেম ও ছ[াত্র] শিক্ষকদের প্রতি উদাত্ত আহ[বান] জানিয়েছেন।

গতকাল দুপুরে স্থানীয় একটি হোটে[লে] আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে লি[খিত] বক্তব্য পাঠ করেন সংরক্ষণ কমি[টির] মহাসচিব জামাল নাসের চৌধু[রী]। সাংবাদিক সম্মেলনে সংগঠনের কার্য[ক্রম] সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন সিনিয়র সহ-সভাপতি আলহাজ শামসুল হক, যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা হাবিবুল্লাহ, মাওলানা

৫-এর পৃঃ ৫-এর কঃ দেখুন

আগামীকাল সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিলের কর্মসূচী

৮-এর পৃষ্ঠার পর

মোঃ শহীদুল্লাহ, মাওলানা জিয়াউল হক, মাওলানা গাজী আতাউর রহমান ও মাওলানা আশরাফ আলী। উপস্থিত ছিলেন, মাওলানা আতাউর রহমান আবেদী, মাওলানা কেফায়েত উল্লাহ কাশফী ও শহীদুল ইসলাম।

সাংবাদিক সম্মেলনে বলা হয়, ভণ্ড দেওয়ানবাগী তার আরামবাগ আস্তানায় বসে মুসলমানদের ইসলাম সম্পর্কে বিভ্রান্ত করছে এবং দেওয়ানবাগে সন্ত্রাসী তৎপরতা চালানোর পাঁয়তারা চালাচ্ছে। নেতৃবৃন্দ ভণ্ড দেওয়ানবাগীকে গ্রেফতারসহ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রতি আহবান জানিয়েছেন। সাংবাদিক সম্মেলনে ভণ্ড দেওয়ানবাগীর অপতৎপরতা বন্ধে ৫ দফা দাবী আদায়ের লক্ষ্যে কর্মসূচী ঘোষণা করেছেন। আগামী ১৩ সেপ্টেম্বর সকাল ১০টায় মুক্তাঙ্গনে সমাবেশ শেষে প্রধান উপদেষ্টার কাছে স্মারকলিপি পেশ, ৭ সেপ্টেম্বর আদমজী, ঢাকাবাজুতে গণজমায়েতে, ৩১ আগস্ট গকুল দাসেরবাগ মাঠে গণজমায়েত এবং আগামী ২৪ আগস্ট (শুক্রবার) দেওয়ানবাগ শাহী মসজিদ প্রাঙ্গণে গণজমায়েত।

ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের যুগ্ম মহাসচিব ও ঢাকা মহানগর সভাপতি অধ্যাপক হাফেজ মাওলানা এ টি এম হেমায়েত উদ্দীন এবং সেক্রেটারী আবু সাঈদ সিদ্দিকী বলেন, নাস্তিক কবীর চৌধুরী, ব্র্যাকের নির্বাহী পরিচালক ফজলে হাসান আবেদ ও মহিলা পরিষদের সভানেত্রী হেনা দাস কর্তৃক মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ ও সেনাবাহিনী তুলে দেয়ার দাবী করে যে ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেছে তা বাংলাদেশের ঈমানদার জনতা সহ্য করবে না।

জাতীয়তাবাদী ঐক্যের ডাকের সভাপতি জনাব মোহাম্মদ হারুনুর রশীদ খান সিপিডি-প্রথম আলোর উদ্যোগে শিক্ষা নীতি সংক্রান্ত আলোচনায় মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ ও প্রাইমারী পর্যায়ে ধর্ম শিক্ষা তুলে দেয়ার তীব্র নিন্দা করে বলেন, এ বক্তব্য দেশবাসীর ইচ্ছাবিরোধী। তিনি জাতীয় স্বার্থে মাদ্রাসা শিক্ষার প্রসার এবং সেনাবাহিনীকে দেশ রক্ষায় আরও শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে হবে।

ইসলামী হুকুমত আন্দোলনের আমীর মাওলানা সাদেক আহমেদ সিদ্দিকী ও মহাসচিব মাওলানা শহীদুল ইসলাম আনসারী বলেন, প্রফেসর কবীর চৌধুরী, হেনা দাস, ফজলে হাসান আবেদ প্রমুখ সেনাবাহিনী ও মাদ্রাসা শিক্ষার বিরুদ্ধে বিষোদগারমূলক বক্তব্য দিয়ে নিজেদেরকে দেশবাসীর সামনে দেশবিদ্বেষী ও ইসলামবিদ্বেষী হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

'মাদ্রাসায় এখন ভাল নাগরিক বা কর্মদক্ষ জনগোষ্ঠী তৈরী হচ্ছে না। সেখানে কেবল তালেবান তৈরী হচ্ছে' শীর্ষক কবীর চৌধুরীর বক্তব্যকে জঘন্য মিথ্যাচার আখ্যায়িত করে নেতৃদ্বয় বলেন, আসলে মাদ্রাসায়ই আদর্শ নাগরিক তৈরী হচ্ছে। আর কবীর চৌধুরী ও একশ্রেণীর ইসলামবিদ্বেষী এনজিওরা এদেশ থেকে সেনাবাহিনী ও মাদ্রাসা শিক্ষা তুলে দিয়ে এদেশে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে চায়। তাদের এ খায়েশ পূরণ হতে দেয়া হবে না।

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর নিন্দা

বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ মোফাচ্ছেরে কুরআন মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী বলেছেন, সিপিডি প্রথম আলোর উদ্যোগে আয়োজিত আলোচনা সভায় তারাই সেনাবাহিনী তুলে দেয়া ও মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ করে দেয়ার সুপারিশ করতে পারেন— যারা দেশদ্রোহী ইসলাম বিরোধী এবং বাংলাদেশকে ভারতের অংগরাজ্যে পরিণত করার দালালীতে ব্যস্ত।

মুফতি আমিনীর নিন্দা

ইসলামী আইন বাস্তবায়ন কমিটির আহবায়ক ও ইসলামী ঐক্যজোটের মহাসচিব মুফতি ফজলুল হক আমিনী জাতীয় প্রেসক্লাবের এক আলোচনা সভায় প্রফেসর কবীর চৌধুরী ও এনজিও প্রধান ফজলে আবেদসহ ইসলাম ও দেশবিরোধী চিহ্নিত কিছু ভারতীয় দালালের মাদ্রাসা শিক্ষা ও সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে ধৃষ্টতাপূর্ণ বক্তব্যের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে ভারতের উচ্ছিষ্টভোগী এই সকল নাস্তিক-মুরতাদ ও রাষ্ট্রদ্রোহীদের অবিলম্বে গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়ার জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রতি দাবী জানিয়েছেন।

বাংলাদেশ আইম্মাহ পরিষদের সভাপতি মাওলানা মুহিউদ্দীন রাব্বানী দেশের সার্বভৌমত্বকে রক্ষাকারী সেনাবাহিনীর প্রতি বিদ্বেষপোষণকারী এবং মাদ্রাসা শিক্ষা ও ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি অবমাননাকারী নাস্তিক-মুরতাদদের কঠোর সমালোচনা করে বলেন, দেশের আপামর দেশপ্রেমিক তৌহিদী জনতা যে কোন মূল্যে এদের প্রতিহত করে দেশ থেকে মামার দেশে পালাতে বাধ্য করবে।

তিনি সরকারের নিকট জোর দাবী জানিয়ে বলেন, এসব দেশ ও খোদাদ্রোহীকে অবিলম্বে গ্রেফতার এবং ইসলাম ও ধর্মবিরোধী সকল এনজিওর সকল অপতৎপরতা বন্ধের ব্যবস্থা গ্রহণ করুন, অন্যথায় এর পরিণতির দায়-দায়িত্ব থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারবেন না।